প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭

প্রকাশক
শান্তি রঞ্জন ঘোষ

বর্ণ সংস্থাপনা
কুইক লেজার
২৭বি. অঞ্জন গড় (দমদম)
কলকাতা ৭০০ ০৩০

শ্রদ্ধেয় বার্ণিক রায়কে,

একদিন যিনি মনের অরণ্যে জ্বেলেছিলেন
দাউ দাউ আগুন-কবিতার
মনে আছে আপনার?
মনে আছে আপনার?
তখন আকাশে ছিল একরাশ অনুরাগ-মেঘ
বাতাসে ভাসছিল কণা— উদ্‌ভ্রান্ত ভালোবাসার।
তখন আমি সবেমাত্র আঠেরো
এক বুক সলাজ ইচ্ছার কোরক নিয়ে গিয়েছিলাম
আপনার কাছে
সঙ্গে আমার অমোঘ আয়ুধ
কালো আখরের শব্দাবলী।
আমি লিখেছিলাম, প্রথম যৌবনের দূরন্ত উল্লাসে
তোমার শাড়ীতে আমার নষ্ট বীর্যের দাগ.....

আপনি বলেছিলেন— শুদ্ধ হও কবিতার কাছে,
শেষ বিকেলের নরম রোদের মতো হও
আত্ম সমর্পিত সন্ধ্যার আঁচলে
যে অভিজ্ঞতা তোমার অজানা
তাকে বেঁধোনা মননের বন্ধনে।

স্যার, আজ আমি মধ্য চল্লিশ—
হায়! নিষিদ্ধ জীবনের কতো রক্তাক্ত প্রহর
পার হয়েছি একা।

দেখেছি নষ্ট পূর্ণিমার আলো কেমন ভাবে কাঁপে
কোন এক স্বৈরিণীর শরীর উপত্যকায়।
কামনার সুতীব্র চীৎকার
বিদ্ধ করেছে আমাকে বারে বারে।
স্যার, এখনও কি আমি সৎ এবং সমর্পিত
হতে পারিনি— শুদ্ধ কবিতার কাছে?

চেরী ফুলের নেশার অন্তরালে

সে রাত ছিল রহস্যের, কুহকের, রোমাঞ্চের
আমি ছিলাম একা।
নৈঃশব্দ্যের কালপুরুষ হয়ে
মধ্য কলকাতার কোন
এক হোটেল ঘরে বন্দী ছিল আমার
অনন্ত তিয়াস।
সেই মধ্য যামিনী, রুদ্ধ ক্ষোভ, জীবন যন্ত্রণা
প্রিয়তমার সংরাগী ভালোবাসা ---
প্রিয়জনের ধূসর প্রতিচ্ছবি
সব মিলেমিশে ভুসেনী কোলাজ হয়ে
সেজে ছিল আমার
স্বপ্নচেতনার ক্যানভাস।
সেই নিশান্তিকার অব্যক্ত যন্ত্রণার
উচ্চারণ নিহিত আছে
চেরী ফুলের নেশাতে ......

যদি আপনাকে ডাক দেয় সুখী জীবন
সম্পৃক্ত ভালোবাসা
তাহলে এ নেশা জমবে না হৃদয় গোবলেটে।
আর যদি আপনি হ'ন
আমারই মত তৃষিত পিয়াসের মগ্ন চরাচরে
বন্দী এক অবরুদ্ধ আত্মা
তবে এ নেশা আচ্ছন্ন করবে আপনাকে
বিষাক্ত আশীবিষের মতো।

সূচীপত্র

যে সব অ্যালকোহলিক কবিতায় চেরী ফুল হবে নেশাতুরা

এক

রমণী তোমাকে

কে তুমি বিষণ্ণা নারী?
এক বুক অন্ধকারে এমন মাতাল লাবণ্য নিয়ে
বসে আছো একাকিনী?
চারদিকে অশরীরী আর্তনাদ।
ধূসর সভ্যতার ছায়া কাঁপে পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্নায়।
হও তুমি উন্মাদিনী?

কে তুমি বিষণ্ণা নারী?
বিষাদ প্রতিমা এক, নিভে যাওয়া যজ্ঞের আগুন
যেন বেসামাল তরঙ্গিনী!
রাত্রির তৃতীয় যামে
খেলা করে খোলা চুলে তোমার অলৌকিক আঁধিমা এক
হও তুমি কুহক পিশাচিনী।

দুই

কাম-বিহ্বলাকে

মাথার ওপরে মরা চাঁদ
যেন ঈশ্বরের নিক্ষিপ্ত করোটি
সদ্যমৃত ললনার সাথে বিবর্ণ সহবাস শেষে
উঠে আসে আজন্ম অনুরাগ।
খঞ্জের মত চীৎকার করে অভিমানী সূর্য
অকারণে ঝরে পড়া কান্না ঘাম রক্ত
তুচ্ছ করে একাগ্র উন্মাদ
হেঁটে যায় শিথিল বিন্যাসে
মধ্যদিনের ক্লান্ত বারবিলাসিনী।

নারী, কেন তুমি নরকের দ্বার?
সুষুপ্তির ঘন তমিস্রা?
কেন তুমি কুহকিনী কন্যা বিনোদিনী?
কেন তুমি জ্বালাও বহ্নি দাউ দাউ?
ভীরু কিশোরের চোখে আঁকো অঞ্জন বাসনা?
কেন তার হাত ধরে করো ছুটোছুটি
মায়াবী শরীরের বিপন্ন উপত্যকায়?

শেখাও তাকে শীৎকারের শব্দমালা?
হাতে তুলে দাও যৌনতার পানপাত্র?
কেন তাকে লোভাতুরা বাঘিনীর মতো
ধীরে ধীরে হত্যা করো
তোমার রক্তাক্ত থাবায়?

তিন

তারপর অনায়াস অবহেলায় উলঙ্গ-উন্মাদিনী হয়ে
পার হও জীবন-উপত্যকা?
চেটে নাও ঘাম আর রক্তের স্বাদ?
অস্তিত্বের অনুভবে নষ্ট জরায়ুতে
কেন করো নির্জীব ভ্রূণ-উৎপাদন?

তুমি কি একবার এই বিষাক্ত কানামাছি খেলা ভুলে
পারো না হতে শৈশব-সঙ্গিনী?

চার

তোমার শরীর আজও

তোমার শরীর আজও
পৃথিবীর ঘন অন্ধকারে সোনার ধনুকের মতো জ্বলে
রাত্রির রহস্যখচিত আকাশের
নীল-নির্জনতা ভেঙে
তোমার স্তনশীর্ষে এখনও
নিয়তি নির্দিষ্ট স্পর্শ-সুখের অনুভূতি।
নিম্ন নাভিদেশের কুন্তল রাশি
যেন অমানিশার অশেষ অন্ধকার।
সূর্যহারা গভীর-গোপন গহ্বরে
মাদিগন্ধময় লোনা স্বাদ জীবন তৃষার।

চুম্বনে তোমার সবিতার নিবিড় সৌরভ
উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের স্তব্ধ কলরব।
অনশ্বর আলোড়নে কাঁপা উরু দুটি
বুঝি দারুচিনি দ্বীপের বিষন্ন বন্দর।
উষ্ণ করতলে তুমি অনায়াসে বন্দী করো
চতুরঙ্গ সৈন্যের প্রতিস্পর্ধী মিছিল।
মেঘ ভাঙা রৌদ্রের আদর মেখে
মেতে ওঠো উল্লাসী ছেনালীপনায়।

শিয়রে তোমার সুধাহীন তিমির
তুমি এক অনন্যা কাঞ্চন প্রতিমা।

এখনও শরীরে শরীর এলে
অকস্মাৎ ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

আহা, তোমার শরীর আজও
বর্ণময় উৎসবের অফুরান অঙ্গীকার।

সঙ্গম

অনেক দিন আগে
ঘটেছিল এমন ঘটনা কিছু
এখনও শরীর রেখেছে ধরে
তার লবণাক্ত স্বাদ।
শোনা গেছে শীর্ণ সময়ের রুদ্ধ হাহাকার।
মদগর্বী জোৎস্নায় স্নান করে
মাতাল হয়েছে যুবতী ধরিত্রী।
অশ্রু-স্বেদ-রক্ত মুছে
সবুজ ধানে বসন্ত বাহারে
সেজেছে সে কালনাগিনী আহ্লাদিনীর বেশে।
হাতে তার বরাভয় অগরুর গন্ধ শুধু।
দাবানলে দগ্ধ হওয়া পাহাড়ী উপত্যকায়
কিশোরী ফুলের অনাঘ্রাত সুবাস।
উড়ছে বেলাশেষের হাওয়ার
কোরকে তার আগামী জীবনের স্পর্শ অনিকেত
স্বপ্নের চিত্রপটে আঁকা চিত্রালী আড়াল।

দূরে বাজে ঘণ্টাধ্বনি
তুমি অকারণে উৎকণ্ঠিতা হও।
নিদ্রিতা সময়ের বুক চিরে অসময়ে রক্তপাত
শরীরের রোদে ওম ভাঙে
হিমশীতল তুষারের কণা।

ছয়

নিঃসঙ্গ দ্বীপের আর্তি তোমার বুকে
তোমার নিরাসঙ্গ নির্মাণে তুমি
গ্রহণ করো আমাকে।
সম্পৃক্ত মানুষের কামতৃপ্ত বেদনা
ধীরে ধীরে নিয়ে আসে প্রার্থিত মুক্তি
পার্থিব অঙ্গীকার থেকে।

সাত

তোমার নিম্ননাভিতে বজ্রকীট দংশন
নিজেই খুলেছ তুমি বল্কল আবরণ তোমার
একাকিনী সেজেছো নগ্নিকা কুহক কন্যা!
ভেঙেছি তোমার তীব্র অহংকার
দুরন্ত নখরাঘাতে করেছি তোমাকে
বিক্ষত অকারণে।
অবশেষে নেমে আসে শিথিলতা
অলসতা আর
নির্ঘুম প্রশান্তি এক সাবলীল মৈথুন শেষে।

ভরাট কিশোরীর উরু দিয়েছিল ডাক
বহমান স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা
আদিম নিশীথে আদিগন্ত ভালোবাসার জগতে।
শিখিয়েছি তাকে আমি বাসনার বর্ণমালা।

আঁ

ঘরের ভেতর শুধুই দামাল হাওয়ার মাতামাতি
দূরের প্রান্তর সিক্ত হয় বৃষ্টির বিপন্ন ছটায়
মাতাল অশ্বক্ষুরের শব্দে
মাঠ ভাঙে কালপুরুষ আর
রূপালী গাঙের বুকে জটিল সংকেতে
সারাক্ষণ বয়ে যায় মরা স্রোতস্বিনী।

বেসরম বাতাসে ওড়ে মেখলা তোমার
আচম্বিতে প্রকাশিত কামনা ত্রিভুজ
মদালসা পদ্মকলি যেন পরমকৌতুকে
দেখে মুখ যৌবন আয়নায়
লবণাক্ত স্বেদ গন্ধে ভরা বাহুমূলে
জিভ রেখে পান করি জীবনের সুধা
নিমেষে হয়ে যাই শরীর সম্রাট।
হলুদ সবুজ নীল নক্ষত্রের ছায়া কাঁপে
অস্তিত্ব জুড়ে তুমুল বৃষ্টিপাত।
বিশ্বাসঘাতিনী বালুচর পড়ে থাকে একা
প্রবালের ঝিনুকেরা জড়ো হয় নিদ-যামিনীতে
নিরুদ্বেগ নমস্কারে অরণ্যের মহতী বেদনা।

উদ্ধত যৌবনের চম্পককলি যতো
সরিয়ে দুহাতে তুমি সেজেছো বারাঙ্গনা
সাপিনীর মতো অন্ধকারে শরীরে শরীর
বিসুবিয়াসের সহসা অগ্ন্যুৎপাত।
তিমিরাচ্ছন্ন তমিস্রা ঘিরে স্তব্ধ অমানিশা
যেন দিগন্তের এক রুদ্ধ হাহাকার।
দুহাতে সরাই তোমার বসন
তীব্র আশ্লেষে ঠোঁট রাখি
গোলাপী স্তনাগ্র শীর্ষে।
একা দলিত মথিত করি তীব্র দংশনে
দিই সুখ লেহনে আমার
শঙ্খচূড় বিষ পানে নীল রক্তে
অতৃপ্ত বাসনা মেটাই।
চেতনার স্তব্ধ কারাগারে বন্দিনী পরমা যেন

দশ

নগ্ন শরীরে তোমার শরীর রেখে
চতুর বাতাস ছুটে যায় নাগরিক ছেনালীপনায়
চোখের অশ্রু যেন স্বপ্ন-নীল রূপবতী নদী
প্রকৃতির গভীরগোপন প্রত্যয় ঘিরে
দুঃখ দাহ রূপ-দক্ষ সুদক্ষিণা যেন ....
উতল রাতের ঘুম ভাঙা অন্ধকারে একা
ডেকে যায় পলাতক সময় আমার।

অবশেষে নিঝুম ক্লান্তি এসে
গ্রাস করে উদ্বেলিত চেতনা।
আসন্ন বেলাশেষে নদীগর্ভ থেকে
মগ্ন চরের মতো
জেগে ওঠে পরম প্রিয়া শয্যাসঙ্গিনীর
মগ্নমুখের রিক্ত প্রতিচ্ছবি।

এগারো

ইচ্ছার মান্দাসে লোভ নিদ্রিত শায়িত এখন
বিপ্রতীপ ভালোবাসার অপসৃয়মাণ
অরণ্যের কাকচক্ষু জলে
আচমন সারে প্রমত্ত শরীর আমার।
মগ্ন-মেঘ-গন্ধ আর সমুদ্রের শিহরণমাখা
এক রাশ অন্ধকার বিদীর্ণ জিজ্ঞাসায়।
ভাঙনের ঘন্টা বাজে রুদ্ধশ্বাস ঘরে।

মনে পড়ে হারানো দিনের সেই সব
সঙ্গম তৃপ্তা শরীর গরবিনীদের
যারা পা রেখেছিল একদিন এই পৃথিবীতে
বিশ্রস্ত চুলের গুচ্ছে দোল দিয়েছিল
উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস
ছিল ঘুমন্ত বাসী ঠোঁটের পাশে
দিক্‌ভুল হাসির ঝিলিক আর
মদ-কটু নিমগ্ন চুম্বন দিয়ে ছিল
মোহাবিষ্ট দেহের নির্যাস।
হিম-নিঃসঙ্গতা আর চাঁদ-ছেঁড়া কুয়াশার
অনড় অক্ষর ভেঙে
আজ তারা শায়িত আছে
নভোনীল দিগন্তের সান্দ্র আকাঙ্ক্ষায়।

গান

কেটে যায় দীর্ঘ সময় দীর্ঘতম বেলা
শেষ হয় এ জীবনের সঙ্গম খেলা
থাকে শুধু নিরুচ্চার অন্ধকার আর
স্মৃতিদগ্ধ বুকে চিরন্তন বসন্তবাহার,
মৃত্তিকা সিক্ত করে নিগূঢ় নীরবতা
জেগে ওঠে প্রাণ এক জীবন বার্তা।

তেরো

চোদ্দ

কামনার স্বেদবিন্দু

প্রথম আষাঢ়ের টুপটাপ বৃষ্টির মতো
স্বেদবিন্দু ঢেকেছিল শরীর তোমার।
শরীর নয়, অংশ কিছু
সিক্ত ছিল তার আলিম্পনে।
কেশদামে ঢাকা কুক্ষিদেশে
জমেছিল তারা।
অহংকারী জঙ্ঘার দুপাশে
বেঁধেছিল বাসা বিনম্র প্রত্যাশায়......
ছিল চিহ্ন তার স্তনাগ্রের শিখর চূড়ায়
আর নিতম্বের টালমাটাল অভিঘাতে।

ছিলে তুমি স্নাতা ঐ স্বেদবিন্দুর সৈকতে।

এসো উলঙ্গ হই

মানুষের মতো ছল ও চাতুরী জানে না
মৌন অরণ্য।
বেশ্যার মতো অকারণে খুন সুটি করে না
স্তব্ধ নীল আকাশ।
সদা যুবতীর মতো অসময়ে সাজে না
নিমগ্ন চঞ্চল জলপ্রপাত।

তাই এসো আজ উলঙ্গ হই
শিশির স্নাতা প্রথম সকালে
আদিগন্ত লোভের মগ্ন চরাচরে
ঢল নামা শরীরের শেষ আচ্ছাদন খানি
নিরুদ্বেগে ছুঁড়ে দিয়ে
এসো সেজে উঠি নগ্ন প্রত্যাশায়।

এসো উলঙ্গ হই।

বোলো

কুমারীত্ব নিয়েছি যখন

কুমারীত্ব নিয়েছি যখন তোর
দেখাব তোকে প্রার্থিত স্তব্ধ ভোর
রাঙিয়েছি যখন তোকে চন্দন ঘ্রাণে
ভরাবো শরীর আবার স্নিগ্ধ ধারা স্নানে।
ভেঙেছি যখন তোর সতীত্বের অবরুদ্ধ তালা
তখন করবো শেষ সর্বনাশা অসমাপ্ত খেলা।

জিভের পরশ যখন পেয়েছে তোর স্তন
তাদের সমুদ্রে সারবো আমার নিলাজ আচমন।
বিবিক্ত আলোকে দেখেছি তোকে সর্বনাশী
তাই তো এই দুঃশলা দুঃসময়ে
তোকেই ভালোবাসি।

স্তন

আমি পরাগ রেণু আনবো তুলে
নাগচম্পা মন্থনে
সেজে উঠব নীলকণ্ঠ হয়ে
কলাবতী সুখের মর্দনে।
স্পর্শ করবো স্তনশীর্ষ তোমার
তুমি বালিহাঁস হয়ে উড়ে যাবে
দূর আকাশের নক্ষত্রের কাছে।

আমি নগ্ন জোনাকীর আলোয়
উদ্ভাস করবো তোমাকে।
শুভ্রশঙ্খের মতো
পেলব-কোমল তোমার অহংকারী স্তনে
মুখ রেখে পান করবো
ঈশিত তৃষিত সুধারস।

আমি শব্দভেদী ব্যর্থ বাণে
আঘাত করবো তোমায়,
শরীর ভেঙে একবুক নিঃশ্বাস
পদ্মকুঁড়ি ঘ্রাণ নেব নাকে
দিগন্তজোড়া বালুকণা ভাসবে রাতের আকাশে
স্তনভারে ঈষৎ আনতা তুমি
আমার হাতের প্রশস্ত পুটে অঞ্জলি দেবো।

তুমি স্তনাগ্রে রাখবে করুণা তোমার,
অবৈধ চুম্বন-চিহ্ন খুঁজে সন্তর্পণে
নিজেকে সাজাবে এক গৃহী কন্যার
লাজুক চপল ছদ্মবেশে।

ঠোঁট

আজ সকালে ডাক দিলে হায়
শরীর ভাঙা পদ্মকলি
এক নিমেষে নিজেই হলে
যোজন যোজন বালিয়াড়ি।
সিঁথির সিঁদুর লাগল বুঝি
বিস্ফারিত ওষ্ঠাধারে
এমন করেই মধুকূপি
গন্ধ মেশাও নীল আতরে।

অমল ঘ্রাণের ফুলের মতো
জাগছে এখন ইচ্ছে যতো
ইচ্ছেরা সব বৃষ্টি হয়ে
ঝরছে কেন অবিরত?

তবুও লাজুক কস্তুরীলতা
দুরু দুরু বুকের পাখী
ইচ্ছে যখন দূর আকাশে
বুঝবে সখি সবই ফাঁকি!

চিবুক

কেউ কেউ পারে চিবুকে ছোঁয়াতে ঠোঁট
কেউ কেউ আজীবন শুধু চেষ্টা করে যায়
কেউ বা আবার হঠাৎ হাওয়ার দোদুলদোলায়
জেগে ওঠে অকস্মাৎ
ব্যথাদীর্ণ প্রদীপ শিখায়
উজ্জল করে চিবুক তোমার!

আমিই শুধু একা থাকি নীরব প্রতীক্ষায়।

কুক্ষিদেশ

অভিমান না নিয়ে যদি ভাসাই
বিমূর্ত কামনা সাম্পান
বাসনার উষ্ণ সরোবরে---
স্বেদগন্ধের বিচিত্র উল্লাসে সিক্ত
তোমার কুক্ষিদেশ।
দীর্ণ দাঁতের স্পর্শে
শিহরণ তোলে যেন
ঢেউএ বাজে মৃদঙ্গ সানাই।

ক্রমেই রক্তাক্ত করে গোলাপী হৃদয়,
নরম পালকে ঢেকে মুখ
শ্বেত পারাবত
আদিগন্ত শূন্যতায় উড়ে যায়।

কানের লতি

এক বুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
নিঃস্ব পথিকের মতো গিয়েছি তোমার কাছে
শুনেছি রক্তের মাঝে
দেবারতি ঘুঙুরের ধ্বনি।

এক বুক ব্যথা আর নীল বর্ণমালা
বিষাঘাতে জলকণা অনন্ত মূর্চ্ছিত
তবুও অন্তরে তার প্রলয়ের শব্দ শুনি।

যোনিদেশ

দুপায়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে
নেমে গেছে পিচ্ছিল পথ
ক্রমান্বয়ে ধারাস্নানে ঈষৎ সিক্ত
যেন আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিপাত
অদ্ভুত গন্ধ এক লবণাক্ত স্বাদ......

মনে হয় যেন অনায়াসে সাঁতার কেটে
পার হই অসীম অন্ধকার।
আনমনে তাকিয়ে দেখি জমেছে অশ্রুকণা
তোমার দীর্ঘ দুটি চোখের পাতায়।

কামনাতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে মুখ রাখি
আশ্বাসে, যেন প্রথম ঊষার আলো
এক জাহাজ তান্ডব ক্ষুধা নিয়ে পার হচ্ছে সে
থৈ থৈ মহাসাগর
যেন গভীর অন্ধকারে অকস্মাৎ উল্কাপাত......

তুমি কি সেই স্নিগ্ধ প্রপাত? অন্তবিহীন সজল মেঘ?
তুমি কি লক্ষ যাদুকরীর নেশায় মাতাল
দূর আকাশের গাঙ চিল আর ছায়ার ফড়িং?

তুমি কি মধ্যযামে ভয়ংকরী?
শরীর জুড়ে কি রিমঝিম বৃষ্টিমাতন!
অস্তমিত সূর্য তিয়াস, তুমি কি সেই কাম-জলাশয়,
আচমনে যার মেটাই পিয়াস?
তুমি কি সেই বনস্থলীর চিরকালের চণ্ডালিনী?
মঞ্জরিত লতায় মধুর পরশ খুঁজি
তোমার অথৈ রক্তে ভাসি।

ভাসতে ভাসতে পৌঁছবো কি মেঘমিনারে?

তেইশ

প্রেম

শেষ বিকেলের রাঙা রৌদ্রের আভায়
রক্তিমতা, নীরবতার সাথে গভীর আলাপরত আজ
চোখের অঞ্জলি ভরে চারপাশ অলৌকিক পান করে
বিষণ্ণ আনন্দ যতো।
আকাশের চন্দন চাঁদ আঁকে কারুকাজ
ঝিরঝিরা প্রত্যয়ের গাঢ় অন্ধকারে
কথা বলে বাদামী স্তব্ধতা.........

একদিন সমুদ্রশয্যায় ছিল আকাশের ছায়া
ছিল কিছু ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞান
শীতের সকালে শপথ উষ্ণতা দিয়ে তুমি
ঘিরে ছিলে তোমার
আসঙ্গ অভিলাষী অনুষঙ্গী শরীর।
কেউ দেখেনি তোমার
ছেঁড়া তমসুক থেকে
কেমন ভাবে অন্তর্হিত হয়
হিম কুয়াশা এক।
যুগান্তের অসম দেবতা এসে অকস্মাৎ
দিয়েছিল প্রার্থিত তাপদগ্ধ
উত্তরাধিকার তোমায়।

নিদ্রাতুর শরীরের বিচিত্র বিন্যাসে
ইকেবানার কারুকাজ অথবা হাইকুর ছন্দে
তোমার মহিমা থেকে নির্বাসিত
দূরাগত সন্ধ্যার গহনে
জোনাক আলোয় জেগেছিল
সলাজ অভিমানী প্রেম।

কামনা

প্রিয়তমা, আমি সেই ফেরারী ঘাতক

অমোঘ টানে বার বার
ফিরে আসি তোমার কাছে
ফুলের মতো কোমল দুটি ঠোঁটের কোরক
কঠিন মোচড়ে দিই ছিঁড়ে
কর্কশ আঙুলে উৎপাটিত করি
রক্তলাল স্পৃষ্ট মাংসের স্তূপ।

তবুও মগ্ন তুমি সারাখন
অস্তিত্বের মানচিত্রে লাল নীল আখরে।

আড় চোখে দেখা স্তনাভাসের মতো
ঈষৎ উন্মুক্ত বাহুমূলে
চকিত চাউনিতে উদ্ভাস রোমরাজি....
জাগিয়ে তোলে ভীষণ কামনা এক
সুখের দুর্মর নিঃসরণে সিক্ত হয়
অস্তিত্বের প্রবল অহংকার।

নিতম্বের ওপর টান টান শাড়ি
বুকের থেকে খসে পড়া তারার মতো
আলগা আবরণ
এক নিমেষে ক্ষণ উদ্ভাসে
স্তনান্তরালের নিম্ন উপত্যকা
আর একচক্ষু হরিণের মতো
জেগে থাকে কাম
শ্বাপদ শয়তান পা রাখে
শরীরের বিচিত্র উপত্যকায়।

নিঃসরণ

জনান্তিকে বলে রাখি আমি
কি সুখ নিঃসরণে
ক্লান্তির আসন্ন অবসাদে স্তব্ধ শরীরের
বিস্তীর্ণ জলাভূমি থেকে ওম্
শুষে নেয় বিনিদ্র রাত।

দেবলীনা অনুভূতির মতো
ঊষর পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে
উন্মন বাতাসের কাঁপন লাগে।

রক্তে কি লবণ ঘ্রাণ?
কামনার সাধ জাগে মনে?
ভরন্ত নারীর শরীর বুকে নিয়ে
আর কতো কাল অনন্ত নিঃসাড় শুয়ে থাকা
ফুটন্ত ফুলে মগ্ন ভ্রমরের মতো
মধুক্রীড়া খেলেছি অনেক,
দেখেছি সায়াহ্নে হৈমন্তী-আকাশে
দাউ দাউ সূর্যাস্তের অগ্নি-আখর।
সেই আলোকে শুদ্ধ হোক
পিপাসার্ত শরীর আমার।

নেশা

তুমি যখন নিদ্রাতুরা, তখন জাগবো আমি
সারারাত করবো খেলা লাল কমলে নীলে
শরীরে শরীর রক্তপাত, বজ্র এবং আগুন,
ঝরবে আকুল বৃষ্টিকণা আড়াল অন্তরালে।

কোন এক বারবর্ণিতার প্রতি

আসুরিক জন্ম আর বিষ-তিক্ত প্রেমের আড়ালে
কে তুমি মগ্না আছ শূন্যতার
গরল সুরায় সঙ্গম শিথিল?
কে তুমি আসন্ন সন্ধ্যায়
সিঁথিতে এঁকেছো রক্ত রাগ?
ভরেছো হৃদয় তোমার লবণাক্ত কাম আর্তিতে।

দুচোখের পেয়ালা থেকে আনমনে ঢেলেছো
কে তুমি উগ্র বিষ বহ্নিমান আগুন?

কে তুমি গভীর রাতে স্তব্ধ নিশান্তিকায়
অকারণে তোল ঝড় শ্বেত শয্যায়?
বেজে ওঠো সর্বনাশের বাঁশী হয়ে?
কালনাগিনীর বিষ দংশন?
অনায়াসে কেঁপে ওঠে পৃথিবী
বজ্রপাত বুকের ভেতর
নিজেই তুলে দাও সম্পদ তোমার
অচেনা অজানা এক পথিকের হাতে।
হও লীন সাথে তার
নিশ্চেতন সময়ের সঙ্গে করো খেলা।

কে তুমি এমনভাবে বার বার
ধরা দাও শতাব্দী বাহিত শরীরের ফাঁদে?

উনত্রিশ

যদি

এখানেই যদি কুর্ণিশ করে চলে যেতো
বৈশাখের নিদাঘী দুপুর
যদি কামনার দূরমরুপথে
হারাতো জীবনের সব লেনদেন
ভোমরার গুনগুন স্বপ্নের মৌনচেতনা,
তাহলে ভালো হতো নাকি?

যদি মৃত্যু-অন্ধকারে শোকে সন্তাপে
সমস্ত পাথর নীরবে আচ্ছন্ন হতো
তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণায়....

যদি আরক্ত অধরে জাগতো
নতুন তৃষার আলো
তাহলে ভালো হতো হয়তো!

তোমাকে, এই অবেলায়

দেখেছি শরীর তোমার
আঙুলে রেখেছি আঙুল
নাভিমূলে অনেক সোহাগ
ঝরেছে ঝরো ঝরো বৃষ্টির মতো।

দেখেছি তোমাকে নগ্নিকা
উদ্‌ভ্রান্ত অহংকারে একা
লেহন করেছি কটুগন্ধ লবণাক্ত স্বাদ।

যেদিন মন পাবে তোমার অসীম আকাশের
সমস্ত অন্তরের মগ্ন অস্থিরতা
দিগন্তের শূন্যতায় বিলীন হবে
সূর্যের শেষ আয়ুর আভায়
সায়াহ্নের রক্তিম প্রহর
ইশারার নদী হয়ে আছড়ে পড়বে মোহানায়।

যত্নে সাজাই স্বপ্ন তোমার নিদ্রিত চোখে
স্তনবৃন্তে রাখি আবেশী করতল।

শরীর-উদ্যানে ছুটোছুটি হলো তো অনেক
এবার এসো মনের সরণীতে পাড়ি জমাই।

ত্রিকোণ দ্বীপে সারারাত

চাঁদ ডুবলে আকাশের নিষ্প্রভ তারারা
আরও বেশী উজ্জলতা আনবে বয়ে।
ত্রিকোণ দ্বীপের উঁচু টিলায়
বসে আছি একা কোন প্রার্থিত
মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

দূর-বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শব্দাবলী
নামছে আঁধিমা অদ্ভুত এক
মাঝরাতে জেগে ওঠা বন হরিণীর মতো
জমছে ধূলো স্মৃতির সারেঙ্গীতে
তাতার বাতাসে অকারণে কেঁদে উঠছে সে।

তাই সারা রাত নির্জন ত্রিকোণ দ্বীপে
আমার অনিঃশেষ পথচলা।

তুমি

তুমি চকিত অনুকম্পা, তুমি নষ্ট দ্রাঘিমা
তুমি স্পন্দিত পুষ্পের হিল্লোল, উজ্জ্বল চন্দ্রিমা
তুমি নীল শিহরিত জ্যোৎস্নার শিহরণ
তুমি এক রূপকথা
তুমি অনন্ত আবিল আলোড়ন
সর্বগ্রাসী নীরবতা।
তুমি স্তনভারে আনতা ঈষৎ লাজবতী
তোমাকে জড়িয়ে আছে অহংকার নিরবধি
তুমি অনন্ত চন্দন সাগর
তুমি ক্রন্দসী উষসী পিয়াসী
তুমি আজন্ম অভিমানের শ্বেত শতদল
অফুরান সোহাগের নীরব প্রত্যাশী।

ভালোবাসা

প্রত্যয়ের প্রচ্ছন্ন প্রয়াসের প্রার্থিত প্রতীক্ষাতে
সত্তার গভীরগোপন থেকে উঠে আসা
উদ্বেলিত প্রাণের অনুরণনে
দিকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ মঞ্জুভাষ পুষ্পের মতো
পরিব্যাপ্ত নিপুণ নিলীম নির্বাক ভালোবাসা আমার।

কোন এক নারীর প্রতিঅ নিঃশেষ আত্মনিবেদন
যেন অজস্র অনুষঙ্গ আর বিবিক্ত চেতনায়
তমিস্রার অরণ্যে তুলতে চায় গভীর ঝড়।
বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে
এমনই এক আদিগন্ত ভালোবাসা
উছল কোনো অনির্বাণ প্রীতিমগ্নতায়
অথচ প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবে
জর্জরিত সে কোনো হতাশ মানুষের মতো
পরাজিত রৌদ্রের সার্বিক দায়বদ্ধতায়
বেঁচে উঠতে চায় আবিল প্রাণের বিচ্ছুরণে।

বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভালোবাসা আমার
ভীরু কিশোরীর মতো লাজনতা
মুগ্ধতার মাধুর্যে, মৌনতার লাবণ্যে, আশ্লেষী অনুভবে
অনন্যা অপরূপ সে সৃষ্টির আহ্লাদে
দুনির্বার আকাঙ্খার দুঃসাধ অভীপ্সায়।
নির্জন গোপনীয়তার রহস্য আবরণে ঢাকা
পবিত্রতার মন্দ্রিত উচ্চারণে
ভালোবাসা হয়ে ওঠে স্বর্গের স্বপ্নের দোসর।

চৌত্রিশ

ভালোবাসা যেন ঈষৎ তরঙ্গিত
চেতনায় নীল-নগ্ন অনন্ত সরোবরে
সদ্যোজাত শতদল অথবা রক্তগোলাপ।
তার পাপড়িতে হাত ছোঁয়াতে ভয় পাই আমি।
বড় পেলব কোমল, ভারে ক্ষণস্থায়ী সে
অথচ তারই হৃদয়ে নিহিত আছে আবদ্ধ দুর্জয় সাহস এক
তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই আমি চিরকাল
চলে যাই সূর্যক্রান্ত পথের সীমানা পার হয়ে
অতলান্ত এক অনন্ত মহাজগতে।
গোপনতার অবরণে ঢাকা
আমাদের দুর্মর ক্ষুধা আর অপরিমেয় তৃষ্ণা
রূপবান নির্মাণ হাতে নিয়ে আসে।
সেই প্রবাহের রঙে রূপে রসে
সৃষ্টির ঐশ্বর্যে
বিকশিত হতে থাকে সত্তা আমার।

আবার কখনও সে ঝলসে ওঠে
ঈশানের পুঞ্জীভূত মেঘে মেঘে
লোভে প্রক্ষোভে যন্ত্রণায় দগ্ধতায়
অন্তহীন অভিমানে নিদারুণ প্রতিহিংসার
রুদ্ধ সন্তাপে দাউ দাউ করে
জ্বলে ওঠে তার রূপবতী সমস্ত শরীর
অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায় অকস্মাৎ
বুকের বিসুবিয়াসে আমার
যখন সে ধারণ করে বিভীষণা ভয়ঙ্করীর ছদ্মবেশ।

সমস্ত জীবন জুড়ে বেছে ওঠে প্রলয়ের মাদল
নিরুদ্বেগের নিদারুণ অন্ধকারে
হারিয়ে যায় সব
ধূমাবতী চেতনায়।
আবার কোন এক শূচী স্নিগ্ধা সকালে
অনন্ত প্লাবনের পর জেগে ওঠে ধরিত্রী
পরম মমতায়
দুরন্ত অপ্রতিরোধ্য স্বপ্নভাসী
শুদ্ধ ভালোবাসার বীজ
ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়
পাপিত তাপিত হৃদয়ে আমার
একদিন শতদল হবার দুর্মর
স্বপ্নে বিভোর হবে সে
ছড়িয়ে পড়ে বেদনার আকাশে আকাশে
উদার অনন্য উৎসুক পরিব্যাপ্ত
অনন্য অনুভূতি
অন্তহীন অনিন্দ্য এক অমৃত যন্ত্রণা।

তোমাকে, চতুর্দশপদী কবিতার অঞ্জলি

এক

তোমাকে দেখাই সমস্ত শ্রান্তির নির্মাণ
সৃষ্টির বিস্ময় তুমি। নীলাঞ্জন রমণীর মতো,
তোমার হৃদয় যেন নক্ষত্রের নীরব সম্মান
বেদনার প্রহার পাথরে উৎকীর্ণ প্রতিলিপি যতো।

রৌদ্রের আলপনা আঁকা স্বেদসিক্ত নির্জন দ্বিপ্রহরে
তোমারই কামনার রঙে হয়েছে অলৌকিক বঙীন
ইচ্ছের আকাশে অকস্মাৎ খুশীর ঘুঁড়ি ওড়ে
জমা হয় জীবনের ক্লেদ ঘৃণা সিক্ত অনুভূতি সঙ্গীন।

হৃদয়ে প্রোথিত এখন রহস্যের রোমাঞ্চিত গোপনে
গভীর হ্রদের জলে ঘুম ঘুম শ্যাওলার ঠোঁটে
কী নিঃসীম বেদনা নিরুচ্চার নিরুদ্দেশ নিহিত নির্জনে
আনমনে অন্ধকারের বাঙ্‌ময় শব্দাবলী ফোটে।

জেগে ওঠে অপস্মার, মুছে যায় এ জীবনের ক্রন্দসী অঞ্জন
থাকে শুধু অন্ধকার, শোকাতুর ভাবনার ভালোবাসা বিজন

দুই

তোমার সৃষ্টির আগুনে পুড়ে যায় হৃদয়ের ধুপ
তোমার সুরেলা কণ্ঠ দোলা দেয় খাঁচার পাখীকে
তুমি কি এখনও পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির মতো নিশ্চুপ
তুমি কি দেখো না নিজেকে সেই নতুন আঙ্গিকে?
বেঁচে থাকার বিশুদ্ধ বোধে জেগে ওঠো স্বপ্নের সকালে
অস্পষ্টস্মৃতির মেঘমেদুর বিস্মৃত অনুবর্তনে
সাজাও নিজেকে শুধু কারুণিক মায়াবী বল্কলে
আর ভেঙে রক্তাক্ত যাও অভিসম্পাতে ক্ষণে বিক্ষণে?

কেন হও বিশুদ্ধ বোধের হিমস্বপ্নের বিমূর্ত স্বদেশ
তোমারই ছায়া পড়ে নীল নীলিমার মুগ্ধ মুকুরে
ছেড়ে সব অনুভূতি চলে যাও দূর পরদেশ
অথচ থাকি আমি অন্তহীন প্রতিমার অসীম প্রহরে।

তাই রেখে যাবো রোদ ভোরে একমুঠো আলোক অঞ্জলি
থাকবে তুমি একা স্বপ্নচূড়ায় চতুর্দিকে ব্যাপ্ত বনস্থলী।

তিন

রুদ্ধ দিনের তমসাতে শুনিয়েছিলে বিষাদ কথা
বিবর্ণ বিনষ্ট শিলালিপির শোকস্তব্ধ আখরে
লেখা হয়েছিল দুঃখের সকরুণ এক গাথা
আছে তারা আজও ঘুমিয়ে রক্তাক্ত হৃদ— পিঞ্জরে।

বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস একদা জ্বেলেছিল আলো মধুময় ধরিত্রীর
হেসেছিল মধ্যরাত সহসা একাকিনী কুটিল হাসি কোন নিশান্তিকার
অন্তহীন আলোকিত পথের ঠিকানাতে ছিলে তুমি সংযমী-স্থির
এখনও জাগ্রত স্মৃতি তার ওঠে জেগে সূর্যডোবা রক্তিম দিগন্তিকায়।

অপরাজেয় উজ্জ্বল কারুকাজের রূপোন্নিত প্রাসাদ মিনার
কোমল অভিলাষে ঋদ্ধ ভালোবাসার শুদ্ধ অঙ্গীকারে
বহন করেছে যতো বৈভবের অট্টহাসি, বিষ-অহঙ্কার
তবুও থেকেছো তুমি অধরা তরঙ্গে তরঙ্গে বারে বারে
অবশেষে কোমল পরিচ্ছন্ন নিবিড়তার শুদ্ধ বিষাদে
রইলে মুগ্ধ তুমি যৌবনের প্রগল্‌ভা বাসনার নিষাদে।

চার

ছিল শুধু দূর আকাশের নীল-নীলিমার হাতছানি
তার রুদ্ধক্ষোভ অভিমানের ব্যর্থাদীর্ণ দহন জ্বালা
ছিল শুধু সমুদ্রের শেষহীন ফেনিল তরঙ্গখানি
আর ছিল তটরেখা ধারে দেদীপ্যমান প্রদীপমালা।

ছিলে তুমি একাকিনী সুপ্তোত্থিতা স্থিরশয্যায়
মৌসুমী মেঘের মতো সন্ধ্যা যেন থেমেছিল থমকে
ভরে ছিল মন ঐশ্বর্য-আঙ্গিকে অলৌকিক ইচ্ছায়
চলে ছিলে তুমি মদমত্ত গর্বিতার বিলাসিনী গমকে।

ঘন সবুজ ঝাউ এর রিমঝিম মূর্ছনার মতো
উদ্ধত ঘন কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল কেশের আড়ালে
বেজে ছিল যতো কথা আর অভিমান যতো
সুদূর সুস্নিগ্ধ সুস্নাত স্বপ্নের দোলাচলে।

মূর্ত ছিল সত্তা তোমার বসনে ভূষণে আভরণে
মগ্না ছিলে তুমি সুদূরতমা অনন্ত অতলান্ত জীবনে।

পাঁচ

ছিল না সুন্দরী সে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক নিরিখে
অপরূপা তন্ময়তার ছবি কাঁপতো তার শরীর ছায়ায়
ছিল না রূপসী সে রূপকল্প উদ্দামতার আঙ্গিকে
তবুও স্তব্ধ ছিল অভিমান তার লাবণ্যময়ী চোখের তারায়।

শঙ্খমালা যেমন করে খেলা করে সমাচ্ছন্ন রোদে
আর নির্ঘুম রাতে জেগে ওঠে ভেঙে তমিস্রা
তেমনই জ্বলছিল সে বিস্ফোরণের বিযুক্ত বারুদে
বুঝি অনন্ত আঁধারের এক ঘন সংবদ্ধ অমানিশা।

আশ্চর্য অতসীবর্ণে রঞ্জিত শিথিল শিশির স্বপ্নে
ফলনম্র দাক্ষিণ্যে ঈষৎ আনত কুহকিনী মায়ায়
আঙিনার একপাশে পল্লবিত শুদ্ধ স্বননে
শান্তির অনাবিল উৎসের মতো ছায়াচ্ছন্নময়।

ছিল সে তাপিতা তৃষিতা বসুমাতা কন্যা
অনন্ত সুখের উৎসে সমর্পিত সূর্যের সকরুণ প্রার্থনা।

একচল্লিশ

বিয়াল্লিশ

কোন এক মেঘবালিকার প্রতি

সে ছিল আমার কতো আলাপের রূপ রাগিনী
সখ্যতার উর্মিময় তরঙ্গমালা দূর প্রসবিনী।
ভাদ্র তটিনীর মতো স্রোতস্বিনী, জল কল্লোলের শব্দ
আমার নিবিড় নিপুণ শরাঘাত। অনন্ত অটল নিস্তব্ধ
নির্মল প্রজ্ঞার সকরুণ আলো। সহসা বিচ্ছুরিত
বলয়ের উদ্ভাস লালিমা। ঈষৎ উদ্ভাসিত
অমল সময়ের অনিকেত প্রার্থনা। আর
নাক্ষত্রিক ভালোবাসা নিয়ে জীবনের স্বপ্ন অপার।

ছিল সে আমার সত্তার গভীরে। মুগ্ধ কনীনিকা
কতোবার অকস্মাৎ পেয়েছে তার স্বপ্নচারী দেখা
আমি যে শিশু সূর্যের, সে আলোক বন্দিনী
নিপুণ তুলিতে আঁকা নিটোল শরীরিণী।

স্বপ্নের জলপরী

অনন্তসুখের উৎসে কল্লোলিত সমুদ্র পারাবার
প্রতিক্ষণে পড়ছে ভেঙে উৎকণ্ঠিত অঙ্গে তার।
স্বপ্নের ব্যথা, অম্বিষ্ট প্রত্যয়ের নন্দিত প্রতিরূপ
অরণ্য ছায়ে হৃদয়-মেঘের চলাফেরা, নীরব নিশ্চুপ।

নীরক্ত ধূসর আমার নির্জন পৃথিবীতে
জ্বেলেছিলে তুমি সুস্নিগ্ধ শীতল আলো
অভিমানে আহত আমাকে একদা তুমি
বেসেছিলে সুনিবিড় আনন্দের আতিশয্যে ভালো।
সেদিন উজ্জ্বল ছল ছল রূপঘন নিঃসীম নীরব
নক্ষত্রের মতো জ্বলছিল তোমার ক্লিষ্ট আঁখির তারা
অপবিত্র কুসুমের কীটদগ্ধ ঘ্রাণের উজ্জ্বলতায়
সহসা করেছিলে আমায় রৌদ্রঘন রহস্য-ইশারা।

চুয়াল্লিশ

তুমি এক সবুজ পান্না

পূর্ণায়িত উন্মুখ পদ্মের মতো তোমার দৃপ্ত কোমল মুখে
অবাক অকরুণ অনন্য জীবনসত্তা
স্পন্দিত কম্পনের রণিত বিহ্বলতায় সখ্যতার
সীমানা পার হতো আমার ক্লান্ত স্বপ্নের আত্মা।
তখন তোমার নম্রনেত্র পাতে বরেছিল স্বাতনক্ষত্রের কান্না
আর চেতনা আকাশে জ্বলে উঠেছিল এক অবুঝ সবুজ পান্না

তোমাকে এই আদিগন্ত অভিমান

তুমি আমার বিনষ্ট শৈশবের সুখ
নির্জন নিভৃত ক্ষণে হাতে হাত রাখা
বিদীর্ণ চিবুক
শান্ত দুপুরের স্বপ্ন মুছে ফেলার সব স্বাদ
মেঘ-তারার আচলে আঁচল রাখা
রক্তে করাঘাত
নিষ্প্রভ সময়ের অবিমিশ্র বেদনা
তরুণ শরীর মাঝে নিহিত
যৌবন যাতনা
তুমি আমার স্বপ্নগন্ধী ফুল, দীপমালা
আমার একলা মনের বিজন ক্ষণের
নিঃসঙ্গ দেয়ালা।

আত্মার আরোগ্য স্বপ্নের সুরম্য ব্যঞ্জনা
কান্নার দ্বীপ, রিমঝিম বুকের মাদলে
বেজে ওঠো তুমি সুচেতনা।
সমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ, সাতমহলা বাড়ি
প্রাণের প্রদীপ।
মগ্ন সুখের অস্থিরতা, আবির লালিমা
যা কিছু প্রতীপ

নীলিম আকাশ আর উন্মুখ
সে আমায় দিয়েছিল মেঘমুক্ত উদ্দাম মহাজীবন সঙ্গীত উপহার
ছন্দোময় শরীরের নিপুণ ছায়া গীত।

অশ্রুমতী নারীত্বের নীরব হাহাকার
কল্লোলিনী মধ্যরাতের নিদারুণ বিস্তার
সে ব্যথার্ত করপুটে এনেছিল অঞ্জলি
দীর্ণ শীর্ণ হাহাকার অসীম অন্তর্জ্বলি।
সন্দ্রাবী যন্ত্রণার পাখীরা অশান্ত কলরবে
ভরেছিল সান্দ্র বাতাস জীবনের সকরুণ উৎসবে।

প্রচ্ছন্ন মদির ইচ্ছের প্রিয়তম পাপড়ি
দিয়েছিল রৌদ্রতপ্ত দূরদিগন্তে পাড়ি
আমার পরিণত পৌরুষের নিষাদ রূপায়তনে
দিয়েছিল ধরা সে বসন্তের কুহকিনী অরণ্যে।

তুমি এক অরণ্য কন্যা

তোমার সুডৌল কোমল স্তন বৃন্তে
থির থির কাঁপে অভিমান কিশোরীর
তোমার স্তনান্তরের উপত্যকায়
দিচ্ছে দোলা স্বপ্নমদির।

স্বেদসিক্ত কুক্ষিদেশে রক্তে মাতাল
স্পন্দন আর শরীর দোলার ছন্দ
তোমার নিলোম যুগল উরুতে যেন
নিটোল নিবিড় ধান-শিশিরের গন্ধ।

কচি পাতার মতো কোমল চিবুকে ঘাম
বুঝি লাজুক মেয়ের অবুঝ বন অনুরাগ
আয়ত চোখের মলিন কণীনিকা
সঙ্গোপনে ডাক দেয় সংরাগ।

তোমাকে দিলাম হাইকুর উপহার

মেঘ মেঘ আকাশের শ্যামশ্রীতে দেখলাম তাকে
রাঙা মাটি পোষাকে উজ্জ্বলা তনুতে আঁকাবাঁকা
একা সে দাঁড়িয়েছিল বাতায়ন ফাঁকে।

নিহিত সত্যের মতো আলো ছায়া স্বপ্নিল চেহারা
বর্ষায় বিপুল ঐকতানে বিকশিত গান
অবাক মমতা যেন মোমে গলে হয়ে ওঠে তারা

এখনও আকাশে বৃষ্টিকণার নিভৃত আলাপ
অতন্দ্র আত্মার ঘরে নির্জনে নিদ্রিতা
নতুন যৌবনের এক অনন্ত সংলাপ।

মনের গভীরে বাজে অনন্য পবিত্র
শিশুর হাসি, বিদীর্ণ বুকে এনে দেয়
অপার্থিব অনুভূতি অম্লান অরিত্র।।

হেঁটে যায় সে সঞ্চালিনী লাবণ্য ব্রততী
ফুটবে আমার অশেষ আকাশের ফুল
সে এক আশ্চর্য সত্তা পরিণতা যৌবন-আরতি।

অতল জলের শুদ্ধমূর্তি ধরে মায়াবী অপ্সরা
ডাক দেয় আনমনে, সম্মোহনে শিহরিতা
কখনও বন্যা আসে, কখনও নৈদাঘ খরা।

আকাশে আলোর দেওয়ালী, মনেতে মেঘের বিভাস
ক্রন্দসী হয়ে ওঠে সে, সমুদ্র সুদূর নয়তো
ভ্রূ-ভঙ্গীতে আসন্ন প্রলয়ের ভয়ঙ্কর আভাস।

জীবন ও সঙ্গমের ছবি মুছে দেয় মৃত্যুর সবিতা
থাকে শুধু নিরুচ্চার হাহাকার, লেখা হয়
কারুণিক শব্দাবলীতে বিষণ্ণ শোকের কবিতা।

যেমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয় ফুল বর্ষায়
নির্বাপিত দীপশিখা ঝড়ের প্রবল মাতনে
তেমনই আমি থাকি নিরন্তর তারই আশায় আশায়।

চলনে কথনে দৃপ্ত আচরণে উদ্ভাসিত আভিজাত্য
সুদূরতম নক্ষত্র লোকের ছায়া কাঁপে
শরীর-গরবিণীর কাছে নিবেদিত আমি যেন ব্রাত্য।

সুখ দুঃখের অতীত নিরাকার চৈতন্য
করেছে তাকে রহস্যময়ী, উদাসীনা
হয়েছে সে সান্দ্র কুয়াশায় অপরূপ অনন্য।

দিনের পরে দিন আসে প্রাত্যহিকতায়
আমি থাকি প্রতীক্ষাতে, রোদ্দুরে বৃষ্টিতে
প্রেমে মোহে সাধে সাধ্যে শুধু তিতিক্ষায়।

উদ্ধত ভাস্কর্যে নিবিড় পরিপূর্ণ উন্নত দুটি বুক
প্রকৃতি করেছে আপন খেয়ালে আবেদনী
সেখানে নিহিত আছে পুরুষের অনাবিল সুখ।

অনাদৃত জঙ্ঘাদুটি বিকশিত ভোরের আলোয়
জাগে মনে কাম তৃষা, অন্ধকারে মেতে উঠি
বিবিক্ত বাসনার দুরন্ত দুর্বার খেলায়।

শ্রোণীতে কাঁপছে প্রথম বহ্নি যৌবন
চমকে গমকে চলে অহংকারী নারী
থামবে কোথায় সে? কোন খানে তার কাঙ্ক্ষিত তনুমন?

হয়েছি মুগ্ধ আমি তার নগ্না পায়ের হিরণ্য প্রভায়,
ডুব দিয়েছি কাম সাগরে, স্নানতৃপ্ত,
করেছি মৃগয়া উদ্ভাসিত বিদ্যুৎ আভায়।

স্তব্ধ দুপুরে, মুগ্ধ নীলাকাশ, মৌন প্রকৃতি
একাকিনী সে, সদ্য স্নাতা যেন স্বর্গের
অপ্সরী এক, দুরন্ত সৌন্দর্যে রূপবতী।

চলে গেল সে মেঘমন্দ্র মন্দাক্রান্তা শ্লোকে
রয়ে গেল সুচারু স্মৃতি তার, সকরুণ ঈশিতা
উদ্ভ্রান্ত হলাম আমি, মহাসূর্যের অলৌকিক আলোকে

সূর্যমগ্ন সমুদ্রের কোলাহল শুনেছে কি সে
দেখেছে আমার অমৃত আলোর অসীম আনন্দ।
উঠেছে ফুটে শুকতারা হয়ে ব্যথার আকাশে?

মন্দ্রিত হয়েছে জীবন যৌবনের অফুরান উৎসবে,
ভূষিতা সে মোহিনী হ্লাদিনী বেশে
বুঝি চন্দ্রিমা এসেছে তার অনিন্দিতা অবয়বে।

প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার বয়ে আনে স্বপ্ন-সুষমা
দাউ দাউ বহ্নিতে প্রকাশমানা
তনুলাবণ্যে উদ্ভাসিতা আমার পাষাণ প্রতিমা।

মসৃণ চিকন কালো অলকচূর্ণ কুণ্ডলিত
বিলম্বিত কপোলে ভালে জড়িয়ে আছে
তনুবাহার স্খলিত আলিঙ্গনে বুঝি চন্দ্রিমা আজ শৃঙ্খলিত।

আয়ত অপার্থিব আকাশের নীরব মৌন বিশালতা
হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধতম উচ্চারণে
ভরে যাক বিশ্ব চরাচর, আসুক নেমে ব্যাপ্ত পরিপূর্ণতা।

পদক্ষেপে লুকিয়ে আছে ছন্দ অয়নের
ঐশী আবেগে ধাবমান নক্ষত্রের মতো
নিরন্তর ছুটে চলা, প্রতীক্ষা এক আকস্মিক গ্রহণের।

হাজার বছরে নৈঃশব্দ্যের নিবিড় তপস্যা
ভেঙে জেগে ওঠে অপার অনন্ত উদ্দাম যৌবন আমার
হায় সেথা কেন ঘন অন্ধকার নিবিড় অমাবস্যা!

পবিত্র নির্মাল্যের মতো ঠোঁট দুটি গ্রহণ করি,
সযত্নে আঁকি স্পর্শ চুম্বনের, অপ্রকাশের নির্ভার
মনে নিরুদ্বেগে বইবো এবার জীবনতরী।

আনত ওষ্ঠে কম্পমান একটি লাজুক চুম্বন
যেন মহাশূন্যে অগ্ন্যুৎপাত, জ্বলন্ত উল্কারাশি
মহা জাগতিক অগ্নিগোলকের উদ্‌ভ্রান্ত স্পন্দন।

হতাম যদি নীল আকাশের স্তব্ধ মৌন তারা
আমারই ইচ্ছের কাছে মধ্যরাত হতো নতজানু
দিতাম আমি অনন্ত অন্তরীক্ষে অতন্দ্র পাহারা।

দেখেছি তাকে চেতনার মায়াবী আলোতে, স্বপ্ন সহচরী
তুষার হৃদয় গলে বয়ে গেছে জলরাশি
তবুও সে কোন নিবিড় ঝর্ণাজলে স্নাতা এক অলৌকিক জলপরী।

যে আবেগে নীল হয় পৃথিবীর রূপবতী নারী
যে বৈভব দেয় তাকে কাঙ্ক্ষিত সুখ
ক্ষয়িষ্ণু মননে আমি তাকি তাকে দিতে পারি?

চুয়ান্ন

থাকবে তুমি অন্তহীনে অন্ত বিহীন বিবিক্তিতে
থাকবো আমি অনেক দূরে, একলা সুখে
অন্য মনে, অকারণে ভরবে এমন বিরক্তিতে।

ধূসর নক্ষত্র ছুঁয়ে বিবর্ণ তুমি আজ পলির মনন
সেজেছো অস্ত-সূর্যের অস্ত রাগে, কোথায়
স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমার কল্লোলিত মনের স্বনন।

অনন্ত আকাশ এসে মুছে দিক ক্লান্তির দাগ
থাকুক শুধু অন্ধকার, অহমিকা অহংকার
অস্তাচলে জ্বলতে থাকুক অবুঝ অনুরাগ।

দীঘল আঁখির দৃক্‌পাতে মন উন্মন হঠাৎ
রূপতাপসের অন্বেষণে কোন সে অমোঘ
সম্মোহনে, নীরব নিটোল সকরুণ অশ্রুপাত!

ক্লান্ত ধূসর নৈঃশব্দ্যের কাছে স্বেচ্ছা নির্বাসিতা
অনুভবের ঐশ্বর্যে গরবিণী, আবেশে মলিন
যেন বিষন্ন-বিদুর লজ্জার আবরণে অবগুণ্ঠিতা।

তুমি শাশ্বত এক স্বপ্ন সায়ন্তনী
বিষাদের নির্বাক প্রতিমা যেন
আমার স্বপ্নসুখের অনুবর্তিনী।

কাছে এলে তুমি উন্মুখ দশ দিগন্ত
উজ্জ্বল অট্টহাস জীবন তিয়াস
আত্মরতি-মগ্নপ্রহর অসীম অতলান্ত।

দৃপ্ত সুঠাম বন্য শ্রোণীর বন্ধন
বাজায় শিঞ্জিনী এক মধু ক্ষরা
তটিনীর সঙ্গে সমাপন আমার এ জীবন আচমন।

জেনেছি প্রেম অঙ্গীকার শুদ্ধ চেতনায়
নয় সে শুধু নগ্নতার আস্বাদন।
জীবন যে ব্যাপ্ত বিশাল অমৃতময়।

জরায়ুর নীল নীরবে খুঁজেছি বিবর
আর এক নবজন্মে স্পন্দিত করো আমায়
ডাক দাও কর্ষিত ভূমিখণ্ড উর্বর।

আবার জন্ম নেব জঠরে তোমার পদ্মকোষে
গোলাপী কমলের মতো উঠবো ফুটে
জীবনের সখন সতেজ আবিল আশ্লেষে।

সমস্ত শরীর জুড়ে দূরাগত অভীপ্সার আলো
প্রতিকূল সঙ্কটে ভরা অস্পষ্ট ছন্দের ইশারা
দেহ কুঞ্জবনে তার ব্যথার প্রদীপ জ্বালে।

অনাবৃতা ভরাট বুকের উচ্চশীর্ষ যুগল স্তন
জাগাক মনে কামতরঙ্গ, ভাসতে থাকি
রেখাঙ্কিত অধর-গ্রীবায় পুষ্পপেলব অনুখন।